তারিখ 25 APR 2016
পৃষ্ঠা ৭৬ কলাম ৬

দৈনিক
ইত্তেফাক

"যাঁর বাড়িতে একটি লাইব্রেরি আছে মানসিক ঐশ্বর্যের দিক থেকে সে অনেক বড়"

মনিষীদের মতে দশটি কারণে প্রতিটি মানুষেরই নিয়মিত বই পড়া দরকার-

মানসিক উদ্দীপনা বাড়াতে- স্থবির মনের উদ্দীপনা বাড়াতে বইয়ের চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারেনা।

স্ট্রেস কমানো- খুবই মানসিক চিন্তায় আছেন। সুন্দর একটি বই পড়া শুরু করুন। দেখবেন অবসাদ কমে যাচ্ছে।

জ্ঞান বাড়াতে- বই হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার।

শব্দভান্ডার বিস্তার- একমাত্র বই পড়ার মাধ্যমেই আপনি নতুন শব্দভাণ্ডারে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পারেন।

স্মৃতি উন্নয়ন-বই আপনার স্মরণশক্তি বাড়াতে দারুন এক কার্যকরী ভূমিকা রাখে। বিশ্লেষণাত্মক চিন্তার **দক্ষতা-** বই পড়ার মাধ্যমে আপনার যেকোনো একটা বিষয়ে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অথবা দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

চিন্তার উৎকর্ষতা - শুধু যে আপনি ভালো বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা অর্জন করবেন তা না। ভালো বই পাঠ চিন্তার উৎকর্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে।

ভাল লেখার ক্ষমতা- বই পড়লে শুদ্ধ করে, সুন্দর শব্দ চয়নে লিখার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রশান্তি- মানসিক প্রশান্তি বাড়াতে বই এর চেয়ে ভালো আর কিছুই হতে পারেনা।

বিনোদন- নির্জনতায় নিজের মতো করে শব্দহীন বিনোদন চান। নিজের মাঝে নির্মল পরিবেশের সুন্দর একটি আবহ তৈরী করতে চান। তবে বই, বই আর বই।

প্রতি বছর ২৩ এপ্রিল পালিত হয় বিশ্ববই দিবস। উদ্দেশ্য একটাই বই পড়ার আগ্রহী করে গড়ে তুলতে হবে আমাদের সমাজকে। প্রথমে নিজের মধ্যে এ বোধ তৈরি করতে হবে। তারপর আমাদের পরিবার ও অন্যান্যদের মাঝে বই পড়ার চেতনা ও মানসিকতা জাগ্রত করতে হবে। যাঁরা ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয় তাঁদের লেখাগুলো সুখপাঠ্য হতে পারে। পাঠ্যবই ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদেরকে ভালো বই পড়ার জন্য নিজেকে একজন ভালো পাঠক হিসেবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। যে সমস্ত লেখা ও বই নিজেকে জানতে ও বুঝতে শেখায়, মানবিক মূল্যবোধ তৈরি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, বড়দের শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতে, ছোটদের স্নেহ ও আদর করতে শেখায়, সঠিক ইতিহাস জানতে শেখায়, দেশের প্রতি মমত্ববোধ জগ্রত করে সেগুলো পড়তে হবে। পীয়ারসন বলেছেন-"যে বই পড়ে না তাঁর মধ্যে মর্যাদাবোধ জন্মে না"। বই এমন এক সঙ্গী যা মানুষের সঙ্গে কখনো প্রতারণা করে না। এক্ষেত্রে থোরে বলেছেন-" বই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আত্মীয় যাঁর সঙ্গে কোন ঝগড়া বিবাদ হয় না, মনোমালিন্য হয় না"। প্রিয়জন কিংবা কোন অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে বইয়ের চেয়ে উত্তম আর কি হতে পারে! মানুষের জীবন ক্ষনস্থায়ী। দুই দিনের এই দুনিয়ার মায়া-মোহ-বেড়াজালে সবাই আমরা ঘুরপাক খাচ্ছি। তাই ভালো বইগুলো আমাদের সময় থাকতে পড়ে ফেলা উচিত। সেখান থেকে জ্ঞান আহরণ করে আমাদের ব্যক্তিজীবন, পরিবার, সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় জীবনে কাজে লাগাতে হবে। জ্ঞান আহরণের উৎকৃষ্ট মাধ্যম বই। তাই থোরে বলেছেন-" ভালো বই গুলোকে প্রথমে পড়ে ফেলো নতুবা তোমার আর সেই বইগুলো পড়ার সুযোগ হবে না"। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাড়িতে বৃহত্তর পরিসরে না হলেও সংকীর্ণ পরিসরে লাইব্রেরি করা যেতে পারে। এতে করে পারিবারিক শুদ্ধতা অনেকটা প্রশমিত হয়। হেনরিক ইবসেন বলেছেন-" যাঁর বাড়িতে একটি লাইব্রেরি আছে মানসিক ঐশ্বর্যের দিক থেকে সে অনেক বড়"। ভালো বই পড়লে জ্ঞান বাড়ে, মানসিক শুদ্ধতা আসে, পারিবারিক কলহ হ্রাস পায়, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ লোপ পায়, চেতনাবোধ জাগ্রত হয়, বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম হয়, বিবেক শানিত হয় সর্বোপরি নিজেকে চেনা-জানা ও আবিষ্কারের পথ উন্মোচিত হয়। তাইতো কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন" মানুষ বই দিয়ে অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে সাঁকো বেঁধে দিয়েছে। তাই আত্মিক পরিশুদ্ধিতে বইয়ের কোন বিকল্প নেই।"